Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

মঙ্গলবার the ২৮ day of ফেব্রুয়ারী **, ২০২৩**

Other Suit No. ৩৪ / ২০০০

রমজান খাঁন এর মৃত্যুতে তৎ ওয়ারীশ গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোহাম্মদ খাঁন ও অন্যান্য গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ৩১/০৩/২০০৫ খ্রিঃ, ০৪/০৮/২০০৫ খ্রিঃ, ০৯/০১/২০০৬ খ্রিঃ, ০৭/০৫/২০০৬ খ্রিঃ; ও ০৫/১০/২০০৬ খ্রিঃ; ০৮/১১/২০০৬ খ্রিঃ ; ১৫/০৬/২০১০ খ্রিঃ; ০৫/০৪/২০১৫ খ্রিঃ ; ০৬/০৪/২০১৫ খ্রিঃ ; ১২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ, ১৩/০৪/২০১৫ খ্রিঃ, ২১/০৪/২০১৫ খ্রিঃ, ১০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ, ০৯/০৬/২০১৫ খ্রিঃ, ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ, ২৫/০৮/২০১৫ খ্রিঃ, ১৫/১১/২০১৫ খ্রিঃ, ৩০/১১/২০১৫ খ্রিঃ, ১৯/০১/২০১৬ খ্রিঃ, ০৩/০১/২০১৬ খ্রিঃ, ১৪/০২/২০১৬ খ্রিঃ, ২৫/০২/২০১৬ খ্রিঃ, ৩০/০৩/২০১৬ খ্রিঃ, ২০/০৭/২০১৬ খ্রিঃ, ৩১/০৮/২০১৬ খ্রিঃ, ২৮/০৯/২০১৬ খ্রিঃ, ২৪/১০/২০১৬ খ্রিঃ, ১২/১০/২০২২ খ্রিঃ ও ১৮/১০/২০২২ খ্রিঃ ।

In presence of

জনাব এ.কে এম শাহাজাহান উদ্দীন Advocate for Plaintiff/ petitioner

১) জনাব কাজী জসিম উদ্দিন

২) জনাব বলরাম কান্তি দাশ

৩) অরুন কুমার মিত্র Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্বত্ব ও বি এস খতিয়ান ভুল ঘোষনার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১) নালিশী সম্পত্তির সি এস রেকর্ডীয় মালিক ছিল আরবান বিবি। তৎ মৃত্যুতে তাহার একমাত্র কন্যার তিন কন্যা গোলাপজান, মধুজান ও পেয়ারজান গত ১১/০৪/১৯২৩ খ্রিঃ তারিখের ৬৭৪ নং কবলামুলে ১৪ শতক ভূমি বাদীর পিতা বেলায়েত খাঁন বরাবর এবং বেলায়েত খাঁ তাহা ০১/০৩/১৯৬৭ ইং তারিখের ৫২৯ নং কবলামূলে বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো, গোলাপ খাঁ ১১/০৪/১৯২৩ ইং তারিখে ৬৭৯ নং পাট্রামূলে নালিশী দাগে ১৫ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় মরনে তিন পুত্র বেলোয়ার খাঁ প্রকাশ বেলায়েত খাঁ, দেলোয়ার খাঁ ও এনায়েত খাঁ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। উক্ত এনায়েত খাঁ অবিবাহিত মরনে তৎ দুই ভ্রাতা তৎ স্বত্ব পায়। বেলোয়ার খাঁ মরনে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রুস্তম খাঁ ও জামশেদ খাঁ এবং দুই কন্যা চন্দ্র বানু (২০/২১/২২ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী) ও ২৬ নং বিবাদী লাল বানু এবং ২য় সংসারের জীবিত স্ত্রী গমজ বিবি এবং তৎ গর্ভজাত একমাত্র পুত্র বাদী রমজান খাঁ এবং দুই কন্যা সেমত ভানু (২৪ নং বিবাদী) ও সোনা বানু ওয়রীশ বিদ্যমান থাকে। সোনা বানু মরনে কন্যা ২৩ নং বিবাদী ; রুস্তম খাঁ মরনে ১-৫ নং বিবাদী এবং দেলোয়ার খাঁ মরনে ৬-১১ নং বিবাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। এভাবে বাদী খরিদ ও ওয়ারীশসূত্রে (১৪ + ১.৬০)= ১৫.৬০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন।

২) বাদীর স্বত্ব দখলে বিঘ্ন না ঘটায় নালিশী আর এস ও পি এস খতিয়ান ভুল বিষয়ে বাদী ইতোপূর্বে কোথাও কোন প্রতিকার প্রার্থনা করেননি। পরবর্তীতে বি এস জরিপ ও ভুল হয়। বিবাদীগণ ভুল বি এস খতিয়ানের অনুবলে নালিশী ভূমিতে স্বত্ব দাবি করিলে বাদীপক্ষ ২৫/০৭/২০০০ ইং তারিখে বি এস খতিয়ানের সি.সি সংগ্রহ করে ভুল বিষয়ে অবগত হন। বি এস খতিয়ানে বাদীর নামে কম অংশ জরিপ হয়েছে। বাদীর নামে ভুল ও ভিত্তিহীন ভাবে মাত্র .০৮ শতক ভূমি রেকর্ড হয়। বিগত ০১/০৯/২০০০ ইং তারিখে বিবাদীপক্ষ নাদাবি দিতে অস্বীকার করায় বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা করেন।

৩) **অপরদিকে ১-৫ নং বিবাদী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী লিখিত জবাব এর মূল বক্তব্য এই যে,** নালিশী সম্পত্তি গোলাপ খাঁ এর ছিল এবং তৎমতে তার নামে আর. এস. ৭৮৫ নং খতিয়ান প্রচারিত আছে। গোলাপ খাঁ মরনে তৎ জৈষ্ঠ্য পুত্র বেলায়েত খা ০৩ পুত্র ০৪ কন্যা যথাক্রমে রুস্তম খাঁ (১-৫নং বিবাদীর পূর্ববর্তী) জামশেদ খাঁ, রমজান খা (বাদী) এবং ৪ কন্যা চন্দ্র বানু, সোনা বানু, ছেমৎ বানু ও লাল বানুকে রাখিয়া মারা যায়। উক্ত রুস্তম খাঁ মরনে তৎ স্বত্ব ৪ পুত্র ১-৪ নং বিবাদী এবং ০১ কন্যা হাজেরা খাতুন ও ০১ স্ত্রী নুর বানু (৫নং বিবাদী) প্রাপ্ত হন। উক্ত হাজেরা খাতুন এবং উক্ত জামসেদ খাঁ ও চন্দ্র বানু গং এর পরাধিকারী ওয়ারিশগণ অত্র মামলায় প্রয়োজনীয়পক্ষ হয়। বেলায়ত খাঁ বিগত ৩০/০১/৭৩ ইং তারিখের

২৭৪ নং দানপত্র মুলে নালিশী ১০৮৫ দাগে ০৪ শতক এবং অনালিশী ১০৮৪ দাগের ১০ শতক মোট ১৪ শতক ভূমি অত্র বিবাদীর পূর্ববর্তী রুস্তম খাঁ বরাবর হস্তান্তর করেন। বেলায়েত খাঁর মরনে রুস্তম খাঁ নালিশী দাগে অর্ধেকাংশে পূর্ব পশ্চিম লম্বায়মান ভাবে ভোগদখলকার নিয়ত থাকেন এবং তৎ মৃত্যুতে ১-৫ নং বিবাদী ও ভগ্নী হাজেরা খাতুন স্বত্ববান ও ভোগদখলকার হন। রুস্তম খাঁর নামে বি. এস. ৭৩৯ নং খতিয়ান প্রচারিত আছে। উল্লেখ্য যে, বেলায়েত খার পুত্র রুস্তম ও রমজান খাঁ সহিত বিগত ২৬/০৫/৭৪ ইং তারিখের অরেজিষ্ট্রিকৃত অংশনামা হয়। উক্ত অংশ নামা মতে নালিশী দাগের উত্তর অংশে ১৪ শতক পূর্ব পশ্চিম লম্বায়মান ভাবে এই বিবাদীর পূর্ববর্তী রুসুম খাঁ অংশে পর্যাপ্ত করা হয় এবং দাগের দক্ষিণ অর্ধাংশে বাদীর ভাগে ০৪ শতক এবং অনালিশী ১০৮৪ দাগে ১০ শতক পর্যাপ্ত করা হয় এবং তৎ মতে ভ্রাতাগণ নালিশী দাগে চিহ্নিত দখল মতে স্বত্ব অংশে সর জমিনে স্থিত আছে। এই বিবাদীর দখলীয় অংশে বসতগৃহ স্থাপনে ও বৃক্ষাদি ফলিয়ে নিয়মিত খাজনাদি আদায় ভোগদখল করে আসছেন। বাদী কথিত ১৯৬৭ ইং সনের কবলা মুলে কোন স্বত্ব দখল পাননি। বাদী উক্ত অংশনামা মুলে নালিশী দাগের দক্ষিনাংশে ৪ শতক প্রাপ্ত হইলেও উক্ত ভুমি কখনো দাবী করেননি। নালিশী ভুমি সংক্রান্ত আর. এস. পি. এস.ও বি. এস. খতিয়ান সঠিক শুদ্ধ ও যর্থাথ হয়। বাদীর মামলা মিথ্যা ও হয়রানীমূলক বিধায় খরচাসহ খারিজযোগ্য।

৪) ৬-১১ নং বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাবের বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, নালিশী আর. এস. ১০৮৫ দাগের ভূমির মালিক ছিলেন গোলাপ খাঁ। উক্ত গোলাপ খাঁ মরনে তৎ স্বত্ব ৩ পুত্র এনায়েত খাঁ, দেলোয়ার খাঁ এবং বেলোয়ার খাঁ প্রাপ্ত হন। উক্ত এনায়েত খাঁ নিঃসন্তান মরনে ভ্রাতাগণ মালিক হয়। দেলোয়ার খাঁ মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র কন্যা ৬-১১ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। আর. এস. ১০৮৫ দাগের ভূমি অনুরূপ বি. এস. ৩৮৩ নং খতিয়ানের বি. এস. ৫৫৭ দাগে বাদী ও ৬-১১ নং বিবাদীগনের পূর্ববর্তীর নামের।।. আনা অংশ লিপি করিয়া শুদ্ধভাবে বি. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। বেলোয়ার খাঁ বর্ণিত মতে।।. আট আনা স্বত্বাংশ প্রাপ্ত হইয়া মরণে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র বাদী, ১-৫ নং বিবাদী ও কন্যা আজনি বেগম এবং জমসদ খাঁ এবং কন্যা চন্দ্রবানু, লেদনী খাতুন, সোনা বানু, মমতা বানু প্রাপ্ত হন। বাদী বেলোয়ার খাঁর কন্যাগণকে পক্ষ করেন নি। জমসদ খাঁ মরণে তৎ স্বত্ব ইউনুচ খাঁ প্রকাশ মুনির, বেলাল খাঁন স্ত্রী রাবিয়া খাতুন এবং কন্যা মধুজান বিবি, বেবী আকতার, রুবী আকতার, সুমি আকতার প্রাপ্ত হন। বাদী জমসদ খাঁনের পুত্র কন্যাগণকেও পক্ষ করেনি বিধায় বাদীর মামলা পক্ষ দোষে দুষ্ট হয়। উক্তরোক্ত মতে ৬-১১ নং বিবাদীগণ তপশীলোক্ত ভূমিতে বসত বাড়ী নির্মাণে, পুনী ভুমিতে মৎসাদি চাষাবাদে ও বৃক্ষাদি রোপনে বসবাস করিয়া আসিতেছেন। নালিশী ভুমি কখনো আরবান বিবির ছিল না এবং তাহার নামে কোন পি. এস. খতিয়ান নাই। কথিত মতে আরবান বিবির কন্যা সন্তান ছিল না এবং দাবিকৃত তিন কন্যা গোলাপজান, মধুজান ও পিয়ারজান ১১/০৪/২৩ ইং ৬৭৪ নং কবলা মুলে বাদীর পিতা বেলায়েত খাঁর নিকট কোন সম্পত্তি বিক্রয় বা দখল প্রদান করেননি। পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি বেলায়েত খাঁ ০১/০৩/৬৭ ইং তারিখে ৫২৯ নং কবলামুলে তৎ পুত্র বাদীর নিকট বিক্রী করিয়া বিক্রীত ভূমিতে দখল দেন নাই। উক্ত কবলাদ্বয় ভুয়া, ফেরবী, যোগ-সাজসী। বাদী অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

৫) ২৭-৩৪ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, নালিশী সম্পত্তির মূল আর এস রেকর্ডীয় মালিক গোলাপ খাঁ মরনে তৎ স্বত্ব ৩ পুত্র বেলায়ার খাঁন প্রঃ বেলায়েত খাঁ, দেলোয়ার খাঁ এনায়েত খাঁ প্রাপ্ত হয়। উক্ত বেলায়ার খাঁ প্রঃ বেলায়েত খাঁ গত ০৪/০২/১৯৭৫ ইং তারিখের ৭০৪ নং দানপত্র মূলে নালিশী আর. এস. ১০৮৫ দাগে ০৭ শতক ভূমি তৎ পুত্র জামশেদ খাঁ কে দান করেন। দেলোয়ার খাঁন মরনে তৎ স্বত্ব তিন পুত্র জামশেদ খাঁ রুস্তম খাঁ ও রমজান খাঁ প্রাপ্ত হয়। জামশেদ খাঁ মরনে ২৭-৩৪ নং পক্ষ ভুক্ত বিবাদীগণ প্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত বিবাদীগণ নালিশী তপশীলোক্ত ভূমি পৈত্রিক আমল বসতবাড়ি নির্মানে ভোগদখল করে আসছেন। বাদীর দাবিকৃত ০১/০৩/১৯৬৭ ইংরেজী তারিখের ৫২৯ নং কবলা মূলে কোন দখল হস্তান্তর হয় নাই। বেলায়াত খাঁন বিগত ০৪/০২/১৯৭৫ তারিখের দানপত্রমূলে পুত্র জামশেদ খাঁ অর্থাৎ ২৭-৩৪ নং বিবাদীগণের পূর্ববর্তীর বরাবরে স্বত্ব দখল অর্পন করায় বাদী ও ২০/ ২১/ ২২/ ২৪/ ২৬ নং বিবাদীগণ কোন স্বত্ব দখল প্রাপ্ত হন নাই। বাদীর দাবিকৃত ১৯২৩ ইং সনের ৬৭৪ নং কবলা ভূয়া ফেরবী ও পণ শুণ্য দলিল হয়। নালিশী তপশীলোক্ত ভূমিতে বাদী বা অন্যান্য বিবাদীগণের কোন স্বত্ব স্বার্থ বা দখল নাই। বাদীগণ অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

৬) **বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ** অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্বও দখল আছে কি না ?

৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?

৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

৭) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ রমজান খাঁন (P.W.1); মোঃ আজিজ খাঁন (P.W.2) ও সেকান্দার মিয়া (P.W.3) । অন্যদিকে, ১-৫ নং বিবাদীপক্ষ ২ নং বিবাদী আইফল খাঁন (D.W.1); ৬-১১ নং বিবাদীপক্ষে ৭ নং বিবাদী ফেরদৌস খাঁন (D.W.2) এবং মোঃ ওসমান খাঁন (D.W.3) এবং ২৭-২৪ নং বিবাদীপক্ষে ২৮ নং বিবাদী ইউনুস খাঁন (D.W.4) ও সাহাব উদ্দিন (D.W.5) সাক্ষ্য প্রদান করেন।

৮) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। নালিশী মৌজার বি এস ৩৮৩ ও ৭৩৯ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। ৮/২/১৯৬৭ ইং তারিখের ২৮৫ নং দলিলের আসল	প্রদর্শনী ২
৩। ১১/৪/১৯২৩ ইং তারিখের ৬৭৪ নং কবলার সি.সি ও আসল	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। ১১/৪/১৯২৩ ইং তারিখের ৬৭৪ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী ৪
৫। সি এস ৩৩ নং খতিয়ানের সি.সি কপি	প্রদর্শনী ৫
৬। আর এস ৭৮৫ নং খতিয়ানের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ৬
৭। পি এস ৭৯৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ৭
৮। খাজনার দাখিলা ৪ ফর্দ	প্রদর্শনী ৮

৯) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস ৭৮৫ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ক১
২। ০৪/০২/১৯৭৫ তারিখের ৭০৪ নং দানপত্রের সি.সি.	প্রদর্শনী খ১
৩। পি এস ৭৯৬ নং খতিয়ানর সি.সি	প্রদর্শনী গ১
৪। বন্দর মৌজার পি এস ৪৪০, ৭৯৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-ক ক১
৫।বি এস ৭৩৯ ৩৮৩ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-খ খ১
৫। খাজনার দাখিলা ৪ ফর্দ	প্রদর্শনী-গ গ সিরিজ
৬। ৩০/০১/১৯৭৩ ইং তারিখের ২৭৪ নং দানপত্র দলিলের আসল	প্রদর্শনী-ঘ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১০) **বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ**

অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?

অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

১১) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, তফসিলী বর্নিত ১৫.৬০ শতক সম্পত্তি বাদী খরিদ ও ওয়ারীশ সূত্রে প্রাপ্ত স্বত্ববান ও দখলকার নিয়ত আছেন। বিবাদীগণ ভুল বি এস রেকর্ডের অনুবলে নালিশী ভুমিতে বাদীগনের স্বত্ব অস্বীকার করিলে বাদী ২৫/০৭/২০০০ খ্রিঃ তারিখে বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ করেন এবং উক্ত বিষয়ে সম্যক অবগত হন। সর্বশেষ ০১/০৯/২০০০ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ বি এস খতিয়ান বিষয়ে নাদাবি দিতে অস্বীকার করেন। বিগত ০১/০৯/২০০০ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ১৪/০৯/২০০০ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১২) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ **" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "**

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

১৩) বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ **" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের স্বত্ব ও দখল আছে কি না ?" + " তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?"**

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো। বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ৭৮৫ নং খতিয়ানের ১০৮৫ দাগ সামিল বি এস ৩৮৩ ও ৭৩৯ খতিয়ানের বি এস ৫৫৭ দাগের ৩০ শতক আন্দরে ১৫.৬০ শতক ভুমিতে স্বত্ব ও দখল দাবি করেছেন। উক্ত দাবি প্রমানে বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 কর্তৃক দাখিলী সি এস ৩৩ নং খতিয়ানের কপি প্রদর্শনী-৫ পর্যালোচনায় দেখা যায়, তাতে ১০৮৫ দাগে ৭৬ শতক ভুমি ছিল এবং উহা আরবান বিবি মহাল হিসাবে প্রচারিত আছে। বাদীপক্ষ উক্ত আরবান বিবি কে সি এস মালিক মর্মে দাবি করেছেন।

১৪) বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, আরবান বিবির মৃত্যুতে তার একমাত্র কন্যার তিন কন্যা গোলাপজান, মধুজান ও পেয়ারজান বিগত ১১/০৪/১৯২৩ খ্রিঃ তারিখে ৬৭৪ নং কবলা মুলে ১৪ শতক ভুমি বাদীর পিতা

বেলায়েত খাঁন বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী- ৩(ক) পর্যালোচনায় উক্তরুপ হস্তান্তররের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। আবার প্রদর্শনী -৩ হতে দেখা যায় উক্ত ১৪ শতক ভুমি বেলায়েত খাঁ পুনরায় তার পুত্র বাদীর নিকট ০১/০৩/১৯৬৭ ইং সনে ৬৭৯ নং কবলামুলে হস্তান্তর করেন।

১৫) উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে, গোলাপ খাঁ ১১/০৪/১৯২৩ ইং তারিখে ৬৭৯ নং পাট্রা [প্রদর্শনী- ৪] মূলে নালিশী ১০৮৫ দাগে ১৫ শতক ভুমি জমিদার আলী মিঞা হতে প্রাপ্ত হন। আরো স্বীকৃত যে গোলাপ খাঁ মরনে তিন পুত্র বেলোয়ার খাঁ প্রকাশ বেলায়েত খাঁ, দেলোয়ার খাঁ ও এনায়েত খাঁ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। তাদের মধ্যে এনায়েত খাঁ অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। উভয়পক্ষ দ্বারা আরো স্বীকৃত যে, বেলোয়ার খাঁ মরনে ১ম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র রুস্তম খাঁ ও জামশেদ খাঁ এবং দুই কন্যা চন্দ্র বানু (২০/২১/২২ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী) ও ২৬ নং বিবাদী লাল বানু এবং ২য় সংসারের জীবিত স্ত্রী গমজ বিবি এবং তৎ গর্ভজাত একমাত্র পুত্র বাদী রমজান খাঁ এবং দুই কন্যা সেমত ভানু (২৪ নং বিবাদী) ও সোনা বানু ওয়রীশ বিদ্যমান থাকে। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদী গোলাপ খাঁ এর ওয়ারীশ হিসাবে কিছু সম্পত্তি প্রাপ্ত হবেন যাহা ১.৬০ শতক মর্মে বাদী দাবি করেছেন। এভাবে বাদীপক্ষ নালিশী দাগে খরিদসূত্রে ১৪ শতক এবং ওয়ারীশসূত্রে ১.৬০ শতক সহ সর্বমোট ১৫.৬০ শতকে স্বত্ববান হবার দাবি করেছেন।

১৬) অপরদিকে বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের উক্তরুপ দাবি অস্বীকার পূর্বক দাবি করেছেন যে, নালিশী সম্পত্তির সি এস মালিক বলে দাবিকৃত আরবান বিবির কোন পুত্র বা কন্যা সন্তান ছিল না। বাদীর দাবিকৃত বেলায়েত খাঁ নামীয় ১১/০৪/১৯২৩ খ্রিঃ তারিখে ৬৭৪ নং কবলা এবং বাদীর নামীয় ০১/০৩/১৯৬৭ ইং সনে ৬৭৯ নং কবলাদ্বয় ফেরবী, পণশূন্য ও অকার্যকার দলিল হয়।

১৭) নালিশী সম্পত্তির আর এস ৭৮৫ নং খতিয়ানের সি.সি [প্রদর্শনী- ক১] পর্যালোচনায় দেখা যায়, তাতে আর এস ১০৮৫ দাগে ৩০ শতক বাগান ভুমির উপরিস্থ জমিদার ছিলেন আলী মিঞা এবং রায়তী স্বত্বে মালিক ছিলেন সুজামত আলীর পুত্র গোলাপ। [প্রদর্শনী-ক১] পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, গোলাপ খাঁ উক্ত সম্পত্তি ১১/০৪/২৩ ইং তারিখের পাট্টা [প্রদর্শনী-৪] মূলে প্রাপ্ত হন। আর এস খতিয়ানে গোলাপ খা নামে ৩০ শতক রেকর্ড হলেও কথিত পাট্টা দলিলে [প্রদর্শনী-৪] হস্তান্তরিত ভুমির পরিমান ১৫ শতক। বাদীপক্ষ উক্ত পাট্টা কবলার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। কিন্তু বাদীপক্ষের দাবি হলো আর এস খতিয়ানে সম্পূর্ন ৩০ শতক গোলাপ খাঁ নামে রেকর্ড ভুল হয়েছে এবং বাদীর পিতা বেলায়েত খাঁ এর নামে খরিদা ১৪ শতক বাবদে আর এস খতিয়ান রেকর্ড হওয়া উচিত ছিল। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ বেলায়েত খাঁ এর নামীয় উক্ত ৬৭৪ নং দলিল ফেরবী ও অকার্যকর মর্মে দাবি করেছেন।

১৮) স্বীকৃতমতে রেকর্ডীয় মালিক গোলাপ খাঁ বাদীর পিতা বেলায়েত খাঁ এর পিতা হন। প্রদর্শনী-৩(ক) এবং প্রদশর্নী- ৪ পাট্টা কবলা পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১১/০৪/১৯২৩ ইং তারিখে বেঁলায়েত খাঁ আরবান বিবির কন্যার তিন কন্যা হতে ১৪ শতক এবং একই তারিখে বেলায়েত খাঁ এর পিতা গোলাপ খাঁ ১৫ শতক ভুমি পাট্টামূলে প্রাপ্ত হন। প্রদর্শনী-৩(ক) হতে দেখা যায়, বেলায়েত খাঁ সি এস রেকর্ডী আরবান বিবি এর

কন্যার কন্যাগণ হতে খরিদ করলেও উক্ত দলিলে আরবান বিবির সেই কন্যার কোন নাম উল্লেখ নেই। বিবাদীপক্ষ আরবান বিবির কোন পুত্র বা কন্যা ছিল না মর্মে দাবি করেছেন। যেহেতু আরবান বিবি এর কন্যা বিষয়ে কোন তথ্য নেই সেহেতু আরবান বিবির সহিত দলিললের দাতাগনের ওয়ারিশান সম্পর্ক বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে বলে আমি মনে করি।

১৯) **আবার [প্রদর্শনী-ক১]** আর এস খতিয়ান প্রকাশমতে, নালিশী ১০৮৫ দাগের ৩০ শতক ভুমির উপরিস্থ জমিদার ছিলেন আলী মিয়া এবং উক্ত আলী মিয়া হতে ১১/০৪/২০২৩ ইং তারিখে কথিত পাট্টামূলে গোলাপ খাঁ উক্ত ৩০ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। গোলাপ খাঁ এর দখলী স্বত্ব বিবেচনায় গোলাপ খাঁ এর নামে আর এস খতিয়ান প্রচারিত হয়। যদি উপরিস্থ মালিক আলী মিঞা হয়ে থাকে তাহলে উক্ত একই তারিখে পিতা গোলাপ খাঁ এর উপস্থিতিতে পুত্র বেলায়েত খাঁ একই দাগের ১৪ শতক ভুমি কিভাবে আরবান বিবির নাতী গোলাপজান গং হতে খরিদ করেছেন তা আমার নিকট বোধগম্য নয়। সুতরাং গোলাপজান গং দের এখানে হস্তান্তরযোগ্য কোন স্বত্ব বিদ্যমান ছিল না বলে আমি মনে করি। উক্ত কারনে বাদীর পূর্ববর্তী বেলায়েত খাঁ কথিত দলিল মূলে কোন ধরনে স্বত্ব অর্জন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। উক্ত দলিল ফেরবী, পণশূন্য ও অকার্যকর দলিল ছিল বিধায় উক্ত দলিলমূলে আর এস জরিপ আমলে বাদীর পিতা বেলায়েত খাঁ এর নামে জরিপ হয়নি মর্মে সার্বিক দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়।

২০) সার্বিক বিবেচনায় আর এস খতিয়ান শুধুমাত্র গোলাপ খাঁ এর নামে প্রচারিত থাকায় ধরে নিতে হবে যে কথিত পাট্টা কবলামুলে গোলাপ খাঁ ৩০ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়ে তথায় ভোগদখলকার ছিলেন। পরবর্তীতে গোলাপ খাঁ মরনে পি এস ৯৭৬ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-৭] গোলাপ খাঁ এর তিন পুত্র বেলোয়ার খাঁ @ বেলায়েত খাঁ, দেলোয়ার খাঁ ও এনায়েত খাঁ এর নামে প্রচারিত হয়। সর্বশেষ বি এস জরিপ হবার পূর্বে কখনো বাদীপক্ষ বা তৎ পূর্ববর্তী বেলায়েত খাঁ কথিত আর এস ও পি এস খতিয়ান ভুল বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন বা কোথাও কোন প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন এমনটি দৃষ্ট হয়নি। ইহা হতে এরুপ ধারনা আসে যে নালিশী সম্পত্তির আর এস ও পি এস খতিয়ান শুদ্ধ ছিল।

২১) যেহেতু বাদীর পিতা বেলায়েত খাঁ তাহার খরিদা ১১/০৪/২০২৩ ইং তারিখের ৬৭৪ নং কবলামূলে নালিশী দাগের ১৪ শতকে কোন ধরনের স্বত্ব অর্জন করেননি তৎকারনে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বেলায়েত খাঁ কর্তৃক বাদী বরাবর সম্পাদিত ০১/০৩/১৯৬৭ ইং তারিখের ৫২৯ নং কবলামুলে বাদী ও কোন স্বত্ব অর্জন করেননি মর্মে আমি বিবেচনা করি।

২২) পি এস ৭৯৬ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-৭] প্রকাশমতে, নালিশী ১০৮৫ দাগের ৩০ শতক ভুমিতে বেলোয়ার খাঁ, দেলোয়ার খাঁ ও এনায়েত খাঁ গং স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। স্বীকৃতমতে এনায়েত খাঁ অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং নালিশী ৩০ শতক ভুমি মধ্যে দেলোয়ার খাঁ ১৫ শতক ও বেলোয়ার খাঁ ১৫ শতক করে প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবার পি এস ৪৪৭/১ নং খতিয়ানের (প্রদর্শনী-ক) অনালিশী ১০৮৪ দাগে উক্ত বেলোয়ার খাঁ ও দেলোয়ার খাঁ ১২ শতক করে প্রাপ্ত হন মর্মে

প্রতীয়মান হয়। প্রদর্শনী-ঘ হতে দেখা যায়, বেলায়েত খাঁ ৩০/০১/১৯৭৩ ইং তারিখে ২৭৪ নং দানপত্র মূলে নালিশী ১০৮৫ দাগে ৪ শতক ও অনালিশী ১০৮৪ দাগে ১০ শতক সহ ১৪ শতক ভূমি তৎ পুত্র রুস্তম খাঁ কে দান অর্পন করেন। আবার বেলায়েত খাঁ ০৪/২/১৯৭৫ ইং তারিখে ৭০৪ নং দানপত্র [প্রদর্শনী-খ১] মূলে নালিশী ১০৮৫ ও অনালিশী ১০৮৪ দাগ আন্দরে ১৪ শতক ভূমি তৎ পুত্র জামশেদ খাঁ কে দান অর্পন করেন। ২৭-৩৪ নং বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.4 এর স্বীকৃতমতে তাদের পূর্ববর্তী জামশেদ খাঁ উক্ত দানপত্র নালিশী দাগে ৭ শতক পেয়েছিলেন। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় উপরোক্ত দুইটি দানপত্র মূলে নালিশী দাগে বেলোয়ার খাঁ এর ১৫ শতকের মধ্যে ১১ শতক হস্তান্তর বাদ ৪ শতক অবশিষ্ট থাকে যাহা তাহার ওয়ারীশগণ প্রাপ্ত হয়। সেহিসাবে বেলোয়ার খাঁ এর ওয়ারীশ হিসাবে বাদী রমজান খাঁ নালিশী দাগে ০.৯৫ শতক প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৩) সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষ নালিশী দাগে ১৯৬৭ ইং তারিখের ৫২৯ নং খরিদা দলিল মূলে ১৪ শতক ও ওয়ারীশসূত্রে ১.৬০ শতক ভূমি দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে উক্ত খরিদা দলিল মূলে বাদী কোন স্বত্ব অর্জন করেননি তবে ওয়ারীশ সূত্রে প্রাপ্ত ০.৯৫ শতক ভূমিতে বাদী স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৪) দখলের প্রশ্নে P.W.2 তার জবানবন্দিতে বলেন যে তার পিতা রমজান খাঁ খরিদসূত্রে ১৪ শতক এবং ওয়ারীশ সূত্রে ১.৬০ শতক ভূমিতে খরিদদ্দার গনের সহিত আপোষে ভোগদখলে থাকেন। তিনি বলেন তার দাদার নামে বি এস খতিয়ানে কম অংশে ৮ শতাংশ রেকর্ড হয়েছে। তিনি বলেন যে নালিশী দাগের দক্ষিনাংশে তারা বসবাস করেন। তিনি বলেন যে নালিশী দাগে তার ও বিবাদীদের ঘর বাড়ি আছে। P.W.2 নালিশী দাগে ১৫.৬০ শতক দাবির বিষয়ে বললে P.W.3 তার জেরাতে ২ গন্ডা ভূমি দাবির বিষয়ে বলেছেন। আবার জেরাতে তিনি বলেন যে নালিশী দাগে উত্তরাংশে রুস্তম খাঁ ৮ গন্ডাতে এবং দক্ষিনাংশে রামজান খাঁ ৮ গন্ডাতে দখল করে।

২৫) এদিকে দখলের প্রশ্নে ১-৫ নং বিবাদী পক্ষের সাক্ষী D.W.1 বলেছেন যে, ৩০/০১/৭৩ ইং তারিখে তাদের পিতা রুস্তম খাঁ নালিশী ও অনালিশী দাগে ১৪ শতক ভূমি দানসূত্রে পেয়ে দাগের উত্তরাংশে দখলে আছেন। D.W.1 এর ভাষ্যমতে রুস্তম খাঁ ও রমজান খাঁ এর মধ্যে বিনা রেজিষ্ট্রি অংশনামা মূলে রুস্তম খাঁ নালিশী দাগের উত্তরাংশে এবং বাদী দক্ষিনাংশে ৩ গন্ডা জায়গা দখল করেন। তিনি জেরাতে স্বীকার করেন যে বাদী দাগের দক্ষিন পার্শ্বে দখল করে। সে অংশে বাদীর মাটির বসতঘর ও পূর্বপুরুষ আমল হতে আছে। তিনি উত্তর পাশে এবং জামশেদ খাঁ মাঝখানে থাকেন। এদিকে ৬-১১ নং বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.2 এর ভাষ্য হলো তারা দেলোয়ার খাঁ র ওয়ারীশ হিসাবে নালিশী দাগের অর্ধেক ভূমিতে ভোগদখলে আছেন। বাদীগণ ১ গন্ডার বেশী পাবেন না। ১-৫ নং বিবাদী নালিশী দাগের উত্তর পার্শ্বে দখল করে। প্রায় ৫/৬ গন্ডা হবে। ২৭-৩৪ নং বিবাদীর বাড়িঘর নালিশী দাগে আছে। D.W.3 বলেছেন যে নালিশী জমি ৬-১১ নং বিবাদী দখল করে। নালিশী জমিতে বাদীর ও সামান্য দখল আছে। এক দেড় গন্ডার মত। তিনি বলেন যে বাদী যা দখল করে তার উত্তরে জামশেদ খাঁ, দক্ষিনে-

ফেরদৌস খাঁ, পূর্বে-ভিন্ন দাগ ও পশ্চিমে-বখতিয়ার গং। ২৭-৩৪ নং বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.4 বলেন যে , বেলোয়ার খাঁ ০৪/০২/১৯৭৫ ইং তারিখের দানপত্র মূলে নালিশী দাগে ৭ শতক ভূমি তার বাবা জামশেদ খাঁ বরাবর হস্তান্তর করেন। এভাবে তারা উক্ত দানকৃত ও মৌরশীসূত্রে প্রাপ্ত ভূমিতে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। তিনি বলেন যে বাদীগণ ২ শতক জায়গা পাবে। তার ভাষ্য অনুসারে নালিশী ৩০ শতক জমিতে রুস্তম খাঁ ১৪ শতক , দেলোয়ার খাঁ ১১ শতক এবং রমজান খাঁ ২ শতক এবং বাকি ৩ শতক খোলা জায়গা রুস্তম খাঁ জামশেদ খাঁ দখল করেন। তিনি তার জেরায় আরো বলেন তার দখলীয় ভূমির উত্তরে-রুস্তম খাঁ, দক্ষিনে-রমজান খাঁ, পূর্বে-খাস জায়গা ও পশ্চিমে-রাস্তা হয়। বাদীর ২ শতকের উত্তরে- তিনি দক্ষিনে-ফেরদৌস খাঁ পূবে-খাস পশ্চিমে-রাস্তা। ২৭-৩৪ নং বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.5 এরুপ স্বীকার করেছেন যে ২ গন্ডা রমজান খাঁ দখল করে। ইউনুস খাঁ দাগের মধ্যাংশে দখল করে। নালিশী দাগের দক্ষিনে ফেরদৌস খাঁ দখল করে।

২৬) দখল বিষয়ে D.W.1- D.W.5 এর উপরিবর্নিত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ঠ যে নালিশী আর এস ১০৮৫ দাগে ৩০ শতক ভূমির মধ্যে দাগের একেবারে দক্ষিনাংশে ২ শতকের মত জমিতে বাদীগনের দখল বিদ্যমান রয়েছে। বাদীর দখলীয় ভূমির উত্তরাংশে জামশেদ খাঁ এর ওয়ারীশ গং এবং সর্বউত্তরে রুস্তম খাঁ এর ওয়ারীশ গং দখল করেন। সুতরাং বাদীর দাবিকৃত ১৬.৫০ শতক ভূমির মধ্যে নালিশী দাগের দক্ষিনাংশে শুধুমাত্র ২ শতক ভূমিতে বাদীপক্ষ দখলে আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। **সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষের দাবিকৃত নালিশী সম্পূর্ন ১৬.৫০ শতক সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখল বিদ্যমান নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো। এমতাবস্থায় বিচার্য বিষয় নং-৫ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিস্পত্তি করা হলো।**

২৭) উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে , নালিশী আর এস ৭৮৫ খতিয়ানের আর এস ১০৮৫ দাগের সম্পূর্ন ৩০ শতকের মালিক ছিল গোলাপ খাঁ। উক্ত গোলাপ খাঁ মরনে তিন পুত্র বেলোয়ার খাঁ প্রকাশ বেলায়েত খাঁ, দেলোয়ার খাঁ ও এনায়েত খাঁ এর নামে পরবর্তীতে পি এস ৭৯৬ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-ক১ শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। উক্ত তিন ভ্রাতা ভোগদখলে থাকাবস্থায় এনায়েত খাঁ ওয়ারীশ বিহীন মরণে তৎ দুই ভ্রাতা বেলোয়ার খাঁ ও দেলোয়ার খাঁ ভ্রাতার অংশ সহ প্রত্যেকে ১৫ শতক করে প্রাপ্ত হন। বেলোয়ার খাঁ তৎ জীবদ্দশায় নালিশী দাগে প্রাপ্ত ১৫ শতক ভূমি থেকে ৩০/০১/৭৩ ও ০৪/০২/১৯৭ ইং তারিখের দানপত্র (প্রর্দশনী-খ১ ও প্রদর্শনী-ঘ) মূলে ১১ শতক ভূমি হস্তান্তর করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। বেলোয়ার খাঁ এর ওয়ারীশ হিসাবে বাদী রমজান খাঁ নালিশী দাগে মাত্র ০.৯৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান মর্মে পাওয়া গিয়াছে। নালিশী বি এস ৭৭৯ ও ৩৮৩ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-খ, খ১ পর্যালোচনায় দেখা যায় আর এস ১০৮৫ দাগের ৩০ শতক ভূমি উক্ত বি এস খতিয়ান দ্বয়ে ৫৫৭ দাগে অর্ন্তভুক্ত হয়। প্রদর্শনী-খ হতে দেখা যায়, রমজান খাঁ এর নামে বি এস ৩৮৩ খতিয়ানে আট আনা অংশে ৮ শতক ভূমি রেকর্ড হয়েছে। অথচ রমজান খাঁ মাত্র ০.৯৫ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন। এমতাবস্থায় বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান ভুল হয়েছে মর্মে যে দাবি করেছেন তা সত্য নয় বলে আমি মনে করি। বরং বি

এস ৩৮৩ নং খতিয়ান বাদী রমজান খাঁর নামে অংশাতিরিক্ত ভুমি রেকর্ড হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বি এস খতিয়ান অশুদ্ধ মর্মে বাদীপক্ষের দাবি সঠিক নয় মর্মে আমি মনে করি। যেহেতু নালিশী সম্পূর্ন সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখল বিদ্যমান নেই এবং বি এস খতিয়ান শুদ্ধ সেহেতু বিচার্য বিষয় নং ৬ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৬) বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি, লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সম্পূর্নরুপে ব্যর্থ হয়েছে। বাদীপক্ষ খরিদ ও মৌরশীসূত্রে ১৬.৫০ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ও দখলে থাকার দাবি করলে সাক্ষ্যপ্রমানে বাদী শুধুমাত্র ০.৯৫ শতক ভুমিতে স্বত্ববান এবং বাস্তবে ২ শতকের মত দখলে থাকার প্রমান মিলেছে। বাটোয়ারা ব্যতিরেকে বাদীকে কোন ধরনের প্রতিকার প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু বিচার্য বিষয় ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি হয়েছে সেহেতু বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৫/৬-১১/২৭-৩৪ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।